সমাজকল্যাণ বার্তা

সমাজসেবা অধিদপ্তরের মাসিক মুখপত্র

রেজি নং: ৭৩/৭৬ | সংখ্যা: ২ | মার্চ ২০২৩

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস-২০২৩ উদযাপন

১৭ মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ১০৩ তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস-২০২৩। দিবস উপলক্ষে সমাজসেবা অধিদপ্তর আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করে। বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ ও বেলুন উড়িয়ে দিবসের সূচনা করা হয়। আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের প্রাক্কালে ১০৩ পাউন্ড ওজনের কেক কাটা হয়। সমাজসেবা অধিদপ্তর, আগারগাঁও এ অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব নুরুজ্জামান আহমেদ এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম ও সমাজসেবা অধিদপ্তর মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. আবু সালেহ্ মোস্তফা কামাল। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সরকারি শিশু পরিবার তেজগাঁও এর সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থী বৃষ্টি আক্তার।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে সমাজকল্যাণ মন্ত্রী জনাব নুরুজ্জামান আহমেদ এমপি বলেন, একটি আলোর কণা পেলে যেমন লক্ষ প্রদীপ জ্বলে ওঠে। বঙ্গবন্ধু ছিলেন তেমনই এক প্রদীপ শিখা। তিনি জন্মেছিলেন সারা বিশ্বকে চমকে দিতে। তাঁর ডাকে সাঁড়া দিয়ে সাড়ে সাত কোটি মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়। জয় বাংলা স্লোগানে মুখরিত হয়ে বাংলাদেশকে স্বাধীন করেন।

এ বছর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে সমাজসেবা অধিদপ্তর দেশব্যাপী নানামুখি কর্মসূচি গ্রহণ করে। দেশব্যাপী প্রতিটি জেলা, উপজেলায় অবস্থিত সমাজসেবা অধিদপ্তরাধীন সকল কার্যালয়, সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের (শিশু পরিবার) ২০ হাজার শিশু রচনা প্রতিযোগিতা, বেলুন ওড়ানো, কেক কাটার মাধ্যমে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় দিনটি উদযাপন করে।

অন্যপাতায়

শিরোনাম		পৃষ্ঠা
শিশুদের চিত্রকর্ম	:	২ ও ৩
প্রবন্ধ	:	৪

সমাজসেবা পরিবারের শিশুদের আঁকা চিত্রকর্ম

শাখী দেওয়ান, ৯ম শ্রেণি
সরকারি শিশু পরিবার, খাগড়াছড়ি

আবিদুর রহমান, ৬ষ্ঠ শ্রেণি

নাফিসা খান, ৬ষ্ঠ শ্রেণি

কাজী তাসফিয়া হাসান, ৬ষ্ঠ শ্রেণি

সমাজসেবা পরিবারের শিশুদের আঁকা চিত্রকর্ম

কুশল দে, ৬ষ্ঠ শ্রেণি

ঝুমুর, ৫ম শ্রেণি
সরকারি শিশু পরিবার, তেজগাঁও, ঢাকা

মাহা: জান্নাতুল ফেরদৌস বৃষ্টি, ৯ম শ্রেণি
সরকারি শিশু পরিবার, চুয়াডাঙ্গা

সুদর্শনা চাকমা, ১০ম শ্রেণি
সরকারি শিশু পরিবার, খাগড়াছড়ি

বঙ্গবন্ধু: লেখক ও পাঠক

বঙ্গবন্ধুর মাত্র ৫৫ বছরের হ্রস্ব জীবনকালের (১৯২০-১৯৭৫) প্রায় এক-তৃতীয়াংশ সময়ই কেটেছে কারাগারের নির্জন প্রকোষ্ঠে। ফাঁসির আসামীদের জন্য নির্ধারিত সেলেও রাখা হয়েছে তাঁকে দিনের পর দিন। কঠিন সময়ে সর্বোচ্চ নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি যে দুটি কাজ করে গেছেন তার একটি হলো বই পড়া, অন্যটি লেখা। তাঁর অবশ্য করণীয় নিত্যকর্মের তালিকার পুরোভাগে আরও ছিল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেশী-বিদেশী পত্রিকা ও ম্যাগাজিন পড়া।

সবাই যে লেখক নন এবং লেখা যে মোটেও সহজসাধ্য কোনো কাজ নয় তা পৃথিবীর বহু বড় লেখকই অকপটে বলে গেছেন। রাজনীতিক বঙ্গবন্ধু যিনি জীবনে সচেতনভাবে কখনো লেখালেখির চর্চা করেননি কিংবা সেই অবকাশও তাঁর ছিল না-সেই মানুষটি কারা অভ্যন্তরে কতোটা নিষ্ঠার সঙ্গে দিনের পর দিন এই শ্রমসাধ্য কাজ করে গেছেন সামগ্রিকভাবে তার উজ্জ্বলতম দলিল হিসেবে বিবেচিত হতে পারে- 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী', 'কারাগারের রোজনামচা' ও 'আমার দেখা নয়াচীন'। এটুকু নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, বই ৩টি তাদের নিজ গুণেই দেশকালের সীমানা অতিক্রম করবে।

শৈশবেই বঙ্গবন্ধুর মধ্যে পাঠানুরাগ গড়ে উঠেছিল। 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'তে তিনি লিখেছেন, 'আমার আব্বা খবরের কাগজ রাখতেন। আনন্দবাজার, বসুমতী, আজাদ, মাসিক মোহাম্মদী ও সওগাত। ছোটকাল থেকে আমি সকল কাগজই পড়তাম'। 'শেখ মুজিব আমার পিতা' শীর্ষক গ্রন্থে বঙ্গবন্ধুর কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পিতার বই পড়ার অভ্যাস সম্পর্কে লিখেছেন' আব্বার কিছু বইপত্র, বহু পুরোনা (পুরানো) বই ছিল; বিশেষ করে জেলখানায় বই দিলে সেগুলো সেন্সর করে সিল মেরে দিত। ১৯৪৯ থেকে আব্বা যতবার জেলে গেছেন কয়েকখানা নির্দিষ্ট বই ছিল যা সব সময় আব্বার সঙ্গে থাকত।'

বইয়ের প্রতি বঙ্গবন্ধুর অসাধারণ ভালোবাসার নিদর্শন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে লেখা একটি চিঠি। ১৯৫০ সালের ২১ ডিসেম্বর ফরিদপুর ডিস্ট্রিক্ট জেল থেকে প্রেরিত চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন, 'গত অক্টোবরে কেন্দ্রীয় জেলখানার গেটে যখন আমাদের দেখা হয়েছিল, আপনি কথা দিয়েছিলেন, আমাকে কিছু বই পাঠিয়ে দেবেন। তবে এখনও কোনো বই পাইনি। ভুলে যাবেন না এখানে আমি একা আর বই-ই আমার একমাত্র সঙ্গী'। বঙ্গবন্ধুর অসামান্য সাহিত্যপ্রীতির নিদর্শন পাওয়া যায় তাঁর সহধর্মিনী বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিবের ভাষ্যে, 'কোনো কারণে আমি মনঃক্ষুণ্ণ হলে অতীতে বঙ্গবন্ধু আমাকে কবিগুরুর কবিতা শোনাবার প্রতিশ্রুতি দিতেন।'

বঙ্গবন্ধুর শক্তিশালী লেখনির উৎস কোথায় তা যদি অনুসন্ধান করা হয়, তা হলে দেখা যাবে, বঙ্গবন্ধু অজস্র বই পড়তেন। তাঁর এই বই পাঠের অভ্যাস তাঁকে শুধু জ্ঞানগর্ভ এক আলোকিত জগতেই স্বাগত জানায়নি, মহাসংকট ও নির্জন কারাভোগকালে নিঃসঙ্গতার দুঃসময় পার হতেও সাহায্য করেছে। 'কারাগারের রোজনামচা' বইয়ের প্রায় সর্বত্রই বই পড়া নিয়ে, বই পাওয়া না পাওয়া নিয়ে, বইয়ের বিষয়বস্তু নিয়ে এবং বইয়ের চরিত্র নিয়ে তাঁর নানা ভালো লাগা ও প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করার চিহ্ন বিধৃত রয়েছে।

৪ঠা জুন ১৯৬৬। শনিবার। বঙ্গবন্ধু লিখেছেন, 'বন্ধু শহীদুল্লা কায়সারের 'সংসপ্তক' বইটি পড়তে শুরু করেছি। লাগছে ভালই, বাইরে পড়তে সময় পাই নাই। --সন্ধ্যা হয়ে এল। একটু পড়ে ভিতরে যেতে হবে। তাই একটু হাঁটাহাঁটি করলাম। রুমে বসে লেখাপড়া করা ছাড়া উপায় কি! তাই পড়লাম বইটা নিয়ে। পরে আপন মনে অনেকক্ষণ চুপ করে ভাবতে লাগলাম। মনে পড়ল আমার বৃদ্ধ বাবা-মার কথা। বেরিয়ে কি তাঁদের দেখতে পাব? তাঁদের শরীরও ভালো না। বাবা বুড়া হয়ে গেছেন। তাঁদের পক্ষে আমাকে দেখতে আসা খুবই কষ্টকর। খোদার কাছে শুধু বললাম, 'খোদা তুমি তাঁদের বাঁচিয়ে রেখ, সুস্থ রেখ' (পৃ: ৬৩)

১১ জুন ১৯৬৬। শনিবার। বঙ্গবন্ধু লিখেছেন, 'জেলার সাহেবকে খবর দিলাম, আমি দেখা করতে চাই। তিনি খবর পাঠালেন নিজেই আসবেন দেখা করতে। ----- আমি আবার বই নিয়ে শুয়ে পড়লাম। কাজতো একটাই। আমি তো একা থাকি। আমাকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে। একাই থাকতে হবে'। কিন্তু বই তাঁকে সঙ্গ দিচ্ছে। 'কাজতো একটাই' শুধু বই পড়া '। (পৃ: ৮০ ও ৮১)

১৮ই জুন ১৯৬৬। শনিবার। বঙ্গবন্ধু লিখেছেন, 'সূর্য উঠেছে, রৌদ্রের ভিতর হাঁটাচলা করলাম। আবহাওয়া ভালই। তবুও একই আতঙ্ক-ইত্তেফাকের কি হবে! সময় আর কি সহজে যেতে চায়। সিপাহি, জমাদার, কয়েদি সকলের মুখে একই কথা, ইত্তেফাক কাগজ বন্ধ করে দিয়েছে।

'ঘরে এসে বই পড়তে আরম্ভ করলাম। এমিল জোলার লেখা তেরেসা রেকুইন (Therese Raquin) পড়ছিলাম। সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তিনটা চরিত্র-জোলা তাঁর লেখার ভিতর দিয়া। এই বইয়ের ভিতর কাটাইয়া দিলাম দুই তিন ঘণ্টা সময়'। (পৃ: ১০১)

কাকতালীয়ভাবে উপরের তিনটি দিনই ছিল শনিবার। কিন্তু বঙ্গবন্ধু প্রায় প্রতিদিনিই বই পড়তেন। পরের দিন অর্থাৎ ১৯ জুন ১৯৬৬। রবিবার। বই পড়া নিয়ে অদ্ভুত, কিন্তু খুবই বাস্তব একটি কথা বলেছেন। কম্পাউন্ডার তাঁকে ইনজেকশন দিতে এসেছিলেন। বঙ্গবন্ধু তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কেমন আছেন? বলল 'কেমন থাকব। স্বল্প বেতনের কর্মচারী, জীবনটা কোনোমতে কাটাইয়া নিয়ে যাচ্ছি'।

বঙ্গবন্ধু লিখেছেন, 'তার কাজ শেষ করে তিনি চলে গেলেন। আমি বই নিয়ে বসে পড়লাম। মনে করবেন না বই নিয়ে বসলেই লেখাপড়া করি। মাঝে মাঝে বইয়ের দিকে চেয়ে থাকি সত্য, মনে হবে কত মনোযোগ সহকারে পড়ছি। বোধ হয় সেই মুহূর্তে আমার মন কোথাও কোনো অজানা অচেনা দেশে চলে গিয়েছে। নতুবা কোনো আপনজনের কথা মনে পড়ছে। নতুবা যার সাথে মনের মিল আছে, একজন আর একজনকে পছন্দ করি, তবুও দূরে থাকতে হয়, তার কথাও চিন্তা করে চলেছি। হয়তবা দেশের অবস্থা, রাজনীতির অবস্থা, সহকর্মীদের উপর নির্যাতনের কাহিনী নিয়ে ভাবতে ভাবতে চক্ষু দু'টি আপনাআপনি বন্ধ হয়ে আসছে। বই রেখে আবার পাইপ ধরালাম' (পৃ: ১০৭)

বই মানুষকে কল্পনাপ্রবণ করে দেয়, ভাবতে শেখায়। কখনো চেতনা প্রবাহের জন্ম দেয়। এক কথায়, ব্যক্তি মানসকে পরিপূর্ণ পাখায় উড়তে শেখায়। বঙ্গবন্ধুর মনও 'অজানা অচেনা দেশে চলে যায়'। নিঃসঙ্গতা কেটে যায় সেই সঙ্গে।

২০জুন ১৯৬৬। সোমবার। বঙ্গবন্ধু লিখেছেন, 'আজও বৃষ্টি হল। বৃষ্টি হলেই কেমন যেন হয়ে যায় মনটা। লাইব্রেরিতে বই আনতে পাঠালাম। আজ আর বই পাওয়া যাবে না। আমার নিজের কিছু বই আছে, কয়েকদিন চালাতে পারব'। এ অংশটি পড়ে মনে করা সঙ্গত মনে হবে যে, বঙ্গবন্ধু নিত্যদিনকার আহার্যের মতোই পড়বার জন্য কয়েকদিন চালাতে পারেন এরকম বই নিজে সংগ্রহ করে রাখতেন।

লেখক এবং পাঠক হিসাবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর এই যে আরেক পরিচয় তা বাঙালি জাতি হিসেবে আমাদের জন্য গর্ব এবং গৌরবের।

মোহাঃ আব্দুল মানিক, উপজেলা সমাজসেবা অফিসার, চারঘাট, রাজশাহী

প্রকাশনা: গবেষণা, মূল্যায়ন, প্রকাশনা ও জনসংযোগ শাখা, সমাজসেবা অধিদফতর। সম্পাদক: আমিন মোস্তফীন উপপরিচালক (প্রকাশনা), সমাজসেবা অধিদফতর।
নির্বাহী সম্পাদক: সোমা ইউসুফ, গবেষণা ও প্রকাশনা কর্মকর্তা, সমাজসেবা অধিদফতর। অলংকরণ: প্রবাল চক্রবর্তী, অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিজাইনার কাম কোয়ালিটি কন্ট্রোল অফিসার, সমাজসেবা অধিদফতর।
সমাজসেবা ভবন, ই-৮/বি-১, শেরে বাংলা নগর আগারগাঁও, ঢাকা ১২০৭, ফোন: +৮৮০২৫৫০০৯৫৯৫, ৫৫০০৭০২৩, ফ্যাক্স: +৮৮০২৪৮১১৬৫৭১, ওয়েব: http://www.dss.gov.bd